দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/4/77 ...
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম ... 1 ...



# স্কুলগুলোতে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। নেই ছেলেমেয়েদের বসার জায়গা। নেই শিক্ষার কোন উপকরণ। ক্লাসে ছেলেমেয়েদের কোন কিছু বোঝানোর জন্য ব্ল্যাক বোর্ডে লেখার চক পর্যন্ত অনেক স্কুলে নেই। শিক্ষকদের বসার জন্য বেশিরভাগ স্কুলেই নেই আলাদা কোন জায়গা বা লাইব্রেরী রুম।

ক্লাসের সময় ছেলেমেয়েরা বসে গাদাগাদি হয়ে। ক্লাসে টাসক করে হাঁটুর ওপর খাতা রেখে। শুধু তাই নয়, চেয়ারের অভাবে ক্লাসে ছেলেদের সাথে শিক্ষককে একই বেঞ্চিতে বসে পড়াতেও দেখেছি ঢাকা শহরেরই একটি স্কুলে।

প্রাথমিক স্কুলগুলোতে আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের এই অভাব এখনো একটি চিরায়ত সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। এছাড়াও রয়েছে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের প্রতি অনীহা। শিক্ষক হিসেবে তাদের প্রতি যে পবিত্র দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে তার কতটুকু তারা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাদের অনেকের সম্বন্ধেই অভিযোগ রয়েছে তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেন না। রীতিমত স্কুলে আসেন না। মেনে চলেন না প্রধান শিক্ষকদের কোন নির্দেশ। চলেন নিজেদের খেয়ালখুশি মত। স্কুলে ছেলেমেয়েরা শিখুক বা না শিখুক তাতে যেন তাদের কোন দায়িত্ব নেই। মাস গেলে মাইনে পাওয়াটাই যেন তাদের বড়ো কথা।

অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের এ অভিযোগে বিশ্বাস করার কারণও রয়েছে। এর জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। আমি নিজেই দেখেছি, মোহাম্মদপুর থানার একটি স্কুলের উত্তর ও পূর্বদিকে সবজি বাগান করেছেন ঐ স্কুলেরই তিনজন শিক্ষক। স্কুলে এসে ক্লাশের পড়া বন্ধ দিয়ে তাদের এই সবজি বাগান তদারক করতেও দেখেছি কয়েকদিন। স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি তাদের দরদ থাক আর না থাক— সবজি বাগানের প্রতি যথেষ্ট দরদ রয়েছে তাদের।

যেদি রাজধানীর বুকে একটি প্রাথমিক স্কুলে যখন এই অবস্থা তখন গ্রামের স্কুলগুলোর অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমান করা যায়। সাভার মডেল প্রাইমারী স্কুলের কথাই ধরা যাক। এই স্কুলের অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাভার বাজারে দুটো দোকান রয়েছে। তিনি আবার সাভার বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ও সাভার থানা শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যানও। কাজেই এসব দায়িত্ব পালন করার পর স্কুলের দিকে তিনি মোটেই নজর দিতে পারেন না—রীতিমত আসতে পারেন না স্কুলে। এই স্কুলেরই আরেকজন শিক্ষক হাতুড়ে ডাক্তার। সাভার বাজারে তার ফার্মেসী রয়েছে। আরেকজন শিক্ষক থাকেন স্কুল থেকে তিন মাইল দূরে। সিঙ্গাইর থানার ফুটনগর গ্রামে। স্কুলে আসেন তিনি মাঝে মাঝে। কাজেই পাড়া ...

স্কুলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কোন পাট নেই। স্নওয়া আসই সার।

সাভার থানার গেন্ডা প্রাইমারী স্কুল। সাভার ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ২০ বছর ধরে এই স্কুলে আছেন। তিনি সপ্তাহে ক্লাশ নেন একদিন। এই অব্যবস্থার ফলে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

এ থানার ভাকুর্তা ও শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণও জানিয়েছেন যে তাদের ইউনিয়নের স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের হাজিরা অনিয়মিত। প্রায়ই তারা স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। থানা শিক্ষা অফিস রকে এব্যাপারে জানিয়েও নাকি কোন ফল হয়নি। তাদের আরো অভিযোগ, থানা শিক্ষা অফিসার স্কুলগুলোর দিকে কোন নজরই রাখেন না।

**প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে [দুই]**

সিঙ্গাইর থানার ধল্লা ইউনিয়নের আঠালিয়া খাসেরচর এবং ভূমদক্ষণ প্রাইমারী স্কুলের কিছু শিক্ষক সম্পর্কে স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ, তারা শনিবার ও মঙ্গলবারে সারাদিন হাটে দোকানদারীতে ব্যস্ত থাকেন বলে স্কুলে যাবার সময় পাননা। এর ফলে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে গেছে। আঠালিয়া স্কুলে এখন ৯০ জন ছাত্রও রোজ উপস্থিত হয় না। অথচ স্কুলের শিক্ষক ৫ জন। ভূমদক্ষিণ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা আরো কম। ৭২ জনের বেশী নয়। অথচ শিক্ষক রয়েছেন এই স্কুলে ২ জন।

সিঙ্গাইর থানার তালেবপুর ইউনিয়নের গোলরা প্রাইমারী স্কুলেরও প্রায় একই অবস্থা। এই স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা চার। কিন্তু সারা বছরই পর্যায়ক্রমে ২ জন করে শিক্ষক স্কুলে উপস্থিত থাকেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, থানা শিক্ষা অফিসারের জ্ঞাতসারেই এ ঘটনা ঘটছে।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিছু শিক্ষকের এই অনিয়মিত উপস্থিতি ও দায়িত্বহীনতা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের সমস্যা। বিদ্যালয়গুলো স্কুল চালানোর খরচ বাবদ বছর পায় মাত্র ৩৬ টাকা। ও টাকায়ই তাদের খাতাপত্র-কাগজ কলম চক ডাস্টার সব কিনতে হয়। এতে মলাট দাঁড়ায় এই স্কুলের কলম কেনার পর তাদের হাত শূন্য। চক ডাস্টার কেনারও উপায় থাকে না। শিশু শিক্ষারও অন্যান্য উপকরণ কেনা তো দূরের কথা। স্কুলগুলোর এমনি দূরবস্থা যে একটা বেল কেনার সামর্থ পর্যন্ত তাদের নেই। ঘড়ির তো কথাই উঠে না। গ্রামে আজো স্কুল বসে সূর্য দেখে। ছুটিও হয় সূর্য দেখে।

এ সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষক বলেছেন, মাসে একটা স্কুলে শুধু চক ডাস্টার কিনতেই লাগে তিরিশ টাকা। সেখানে তিন টাকা পেলে কি অবস্থা হয় ভেবে দেখুন।

তারা আরো বলেছেন শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ভার আমাদের ওপরে। সেজন্য আমাদের ট্রেনিংও দিয়ে আসতে হয়েছে। অথচ ট্রেনিংয়ে যা শিখে এসেছি তার কিছু বাস্তবে আমরা স্কুলে প্রয়োগ করতে পারি না। আমাদের প্রধান সমস্যা শিক্ষার উপকরণে অভাব। পরিবেশের অভাব শিশু শিক্ষার উপকরণ বলতে আমাদের রয়েছে কয়েকটা চার্ট ট্রেনিংকে কাজে লাগানোর জন্য উপকরণ কে সরবরাহ করবে তা আমাদের জানা নেই। আমাদের শিক্ষা দফতরেরও সে চিন্তা আছে কিনা জানি না। ফলে আমাদের ট্রেনিংয়ের শিক্ষা শুধু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ। কোন কাজে আসছে না।

অন্য একজন শিক্ষক বলেছেন শিক্ষার সঙ্গে শিশুদের খেলাধুলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তারা খেলার মধ্যেও অনেক কিছু শেখে। খুজে পায় স্কুলে আসার আনন্দ। অথচ আমাদের স্কুলগুলো খেলাধুলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রাইমারী স্কুলের জন্যে আজো কোন ফিজিক্যাল এডুকেশন অর্গানাইজেশন এর কোন প্রোগ্রাম নেয়া হয়নি। স্কুলগুলোতে স্পোর্টস এরও কোন ব্যবস্থা নেই। নেই সরকারী বরাদ্দ। স্পোর্টসের আয়োজন করতে হলে নিজেদের উদ্যোগে করতে হয়। নির্ভর করতে হয় অভিভাবকদের চাঁদার টাকার ওপর। স্কুলগুলো নিয়ে এমনি আরো বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে।

তারা দাবী করেছেন প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও শিক্ষকদের সচেতনতা এর সাথে সাথেই প্রয়োজন প্রাইমারী স্কুলগুলোর পরিচালনা ব্যয় মেটানোর জন্য একটি প্রাইমারী গ্রান্টস কমিশন গঠন। এই কমিশন শিশুদের শিক্ষা উপকরণ কেনা ও স্কুলের আনুষঙ্গিক খরচ মেটানোর জন্য স্কুলগুলোকে অনুদান দেবে। গ্রান্টস কমিশন গঠনের সঙ্গে তারা দেশের স্কুলগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কি কি জিনিষপত্রের প্রয়োজন তার এবং টাকার অংকে তার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একটি সার্ভে রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন।

তাদের বক্তব্য শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। যতদিন তাদের সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা না হবে ততদিন আমরা জাতি হিসেবে তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারি না। বিরাট এই শিশু শিক্ষাঙ্গন অবহেলিত। ...

**স্কুলের ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকারের মাসিক বরাদ্দ তিন টাকা। এতে চকও কেনা যায় না**